ক্রুসেড

প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে

মুহাম্মাদ আল আরুসি

অনুবাদ : হাবিবুল্লাহ বাহার

সম্পাদক

আবদুল্লাহিল বাকি

ইমরান রাইহান

ক্রুসেড

প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে

মুহাম্মাদ আল আরুসি

অনুবাদ : হাবিবুল্লাহ বাহার

সম্পাদক

আবদুল্লাহিল বাকি
ইমরান রাইহান

সন্দীপন
প্রকাশনী

উৎসর্গ

কালান্তর প্রকাশনী

[ইসলামী ইতিহাস প্রকাশনায় আপনাদের
অবদান অনেক।]

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি ৯

অভিমত ১৪

ভূমিকা ১৫

প্রথম অধ্যায় ক্রুসেড-পূর্ব ইসলামি বিশ্ব ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ক্রুসেড যুদ্ধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ২৯

তৃতীয় অধ্যায় প্রথম ক্রুসেড ৪২

চতুর্থ অধ্যায় যানকিদের উত্থান ও দ্বিতীয় ক্রুসেড ৫৯

পঞ্চম অধ্যায় সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও ৩য় ক্রুসেড ৭৪

ষষ্ঠ অধ্যায় ৪র্থ ও ৫ম ক্রুসেড ৯১

সপ্তম অধ্যায় ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্রুসেড ১০০

অষ্টম অধ্যায় ইসলামি প্রাচ্যে ক্রুসেডারদের

ভয়াবহ পরাজয় ও অষ্টম ক্রুসেড ১১১

নবম অধ্যায় ইউরোপের সভ্যতা বিনির্মাণে

ক্রুসেডের ইতিবাচক প্রভাব ১২৭

দশম অধ্যায় পশ্চিম ইউরোপে ইসলামি বিজয়াভিযান

ও স্পেন সংঘাতের সাথে ক্রুসেডের সংযোগ ১৪৯

একাদশ অধ্যায় আন্দালুসে মুসলিম আধিপত্যের ক্রমপর্যায় ১৬০

দ্বাদশ অধ্যায় ১৭৬

ত্রয়োদশ অধ্যায় আন্দালুসের চূড়ান্ত পতন ১৮৯

চতুর্দশ অধ্যায় উপনিবেশ প্রতিরোধে উসমানীয় প্রচেষ্টা ১৯৯

লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আল আরুসি ইবনু আব্দিল্লাহ আলে মুবারক আল মাতাবি আল মুহাযযাবি।

জন্ম : ১৯ জানুয়ারি ১৯২০।

মাতাবিয়্যা, কাবিস প্রদেশ, দক্ষিণ তিউনিসিয়া।

মৃত্যু : ২৫ জুলাই ২০০৫ (বয়স ৮৫)

পরিচিতি : খ্যাতনামা লেখক, সাহিত্যিক, কবি, ঔপন্যাসিক, অধ্যাপক, গল্পকার, পাণ্ডুলিপি গবেষক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। বিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয় আরব সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তার পাণ্ডিত্য ও গভীর রসবোধের জন্য পরিচিত।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : আল আরুসির পড়ালেখায় হাতেখড়ি গ্রামের মক্তবে। কিছুকাল পর তিনি ফ্রেঞ্চ এরাবিক স্কুল অব মাতাবিয়ায় চলে আসেন। এরও পরে রাজধানী তিউনিসে এসে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি আয যাইতুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুলে মাধ্যমিকে ভর্তি হন। ১৯৪৬ সালে তিনি আয যাইতুনা বিশ্ববিদ্যালয় তিউনিসিয়ায় অনার্স সম্পন্ন করেন। একই বছর তিনি আইনবিদ্যায় ডিপ্লোমা করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ইবনু খালদুন ইন্সটিটিউট থেকে ইসলামিক স্টাডিজে বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেন।

অভিমত

আয যাইতুনা ইউনিভার্সিটির গুণী অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মাদ আল আরুসি আল মাতাভি আমাকে তার ক্রুসেড বিষয়ক বইটি দেখিয়েছেন। আদ্যোপান্ত দেখেছি, অসাধারণ লেগেছে। বইজুড়ে আছে তার তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার পরিচয়। অধ্যায়গুলো অন্যরকম সুসমঞ্জস। বাক্যগঠনপ্রণালি একেবারেই সহজ, সরল ও সাবলীল। পণ্ডিতমন তাকে আরবি তথ্যসূত্রেই ক্ষান্ত থাকতে দেয়নি। পশ্চিমা রেফারেন্স বুকগুলো ঘেঁটে নির্মাণ করেছেন ক্রুসেডের নির্ভুল ইতিহাস। লেখকের অনুসন্ধিৎসা অভ্যাসের জন্যেই ইতিপূর্বে তাকে বইটি লিখতে প্রস্তাব করেছিলাম।

বইটিতে ক্রুসেড যুদ্ধের অনুঘটকগুলো চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। দুপক্ষের সামাজিক পরিস্থিতির বর্ণনা লেখক এত নিপুণভাবে দিয়েছেন যে, বিজ্ঞ পাঠক এতটুকুতেই জয়ী-পরাজয়ী নির্ণয় করতে পারবেন। প্রতিটি আলোচনার সুন্দর সমাপ্তি টেনেছেন। পুরো একটি অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ তুলে এনেছেন অধ্যায়ের শুরু বা শেষে। দিয়েছেন সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, নীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির তুলনারহিত বয়ান। আল্লাহ লেখককে উত্তম প্রতিদান দিন। গ্রন্থটিকে দিন ভরপুর উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা।

মুহাম্মাদ আল আরাবি আল মাজিরি

উচ্চশিক্ষার অধ্যাপক
আয যাইতুনা বিশ্ববিদ্যালয়।
তিউনিস, তিউনিসিয়া।

ভূমিকা

ক্রুসেড যুদ্ধ মানব ইতিহাসের সর্বাধিক চর্চিত ঘটনাগুলোর একটি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ও ইসলাম বনাম খ্রিস্টবাদের সংঘাতে বড় একটি স্থান দখল করে আছে এই ক্রুসেড। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশ্চিমা উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের আবহে বিষয়টি নতুন করে গুরুত্ব পেয়েছে। আয যাইতুনা বিশ্ববিদ্যালয় ও এ ধারার বিদ্যালয়গুলোতে ‘মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় ক্রুসেড’ বিষয়টি পাঠ্য। বিষয়টি নিয়ে সময়োপযোগী কোনো গ্রন্থ রচিত না হওয়ায় যাইতুনার শিক্ষকদের যথেষ্ট ভোগান্তি পোহাতে হতো। অধিকন্তু যাইতুনায় সে সময় ইতিহাসের আলাদা কোনো অনুষদও ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণিতে পাঠ্য ইতিহাসের বিষয়গুলোর ব্যাপকতা বা সুবিন্যাসও ছিল না। শিক্ষকরা অনেক কষ্টে বিভিন্ন উৎসগ্রন্থ ঘেঁটে ছাত্রদের সামনে বিষয়কে পাঠের উপযোগী করে উপস্থাপন করতেন। ইতিহাস বিষয়ে মৌলিক জ্ঞানের অভাব আর প্রাসঙ্গিক নানা বিষয় না জানার কারণে ছাত্রদের পাঠগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হতো।

এসব কিছু বিবেচনায় আমি চেয়েছি ছাত্রদের হাতে মাঝারি আকারের একটি বই তুলে দিতে। যেটি পাঠ্যবই ও সাধারণ বইয়ের মাঝামাঝি ধরনের হবে। উপযোগী হবে সর্বস্তরের ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণ পাঠকের। তথ্যসূত্রগুলো অত্যন্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি যাতে অসহিষ্ণু পাঠক বিরক্ত না হন। বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক পাঠকের কথা বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স বুকগুলোর একটা তালিকা বইয়ের শেষে যুক্ত করেছি। অনেকগুলো মানচিত্র ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের

প্রথম অধ্যায়
ক্রুসেড-পূর্ব ইসলামি বিশ্ব

হিজরি পঞ্চম শতাব্দী মোতাবেক খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী। পুরো মুসলিম বিশ্ব নানাভাবে চরম বিপর্যস্ত। ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা উন্মত্ত ধর্মযুদ্ধ ঘোষণার জন্য এ সময়টিকে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু কেন? তা স্পষ্ট করতে নিম্নে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচিত হলো।

ফাতিমি শাসনাধীন মিশর

৬৪১ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা রোমান উপনিবেশ থেকে মিশর উদ্ধার করেন। পরবর্তীকালে এটি খিলাফতের অধীনে একটি শক্তিশালী প্রদেশ হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়। ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৩৫৮ হিজরি সালে ইসমাইলি ফাতিমি শিয়ারা মিশরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কিছুকাল পরে ফাতিমিদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ক্রমহ্রাস পেতে থাকে। পতনোন্মুখ দেশগুলোর ক্ষেত্রে যেমনটা হয় মিশরেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এ সময় ফাতিমি শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে মিশরে তুর্কি, সুদানি, মামলুক ও উত্তর আফ্রিকান আমির-উমারারা ভয়াবহ ক্ষমতাযুদ্ধে মেতে ওঠে। উপরন্তু একের পর এক অতিমারি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল। মিশর দিনের পর দিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে উঠছিল। অত্যন্ত লোমহর্ষকভাবে মহা উদ্বেগ জাগিয়ে একে একে খুন হচ্ছিলেন সম্রাট ও মন্ত্রীবর্গ।

৯৯৬ সালে ফাতিমি সম্রাট আযিয বিল্লাহর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তার এগারো বছর বয়সি শিশুপুত্র আল হাকিম বিল্লাহ। তার পুরো শাসনকালই ছিল চরম বিপর্যয়কর। ১০২১ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৪১১ হিজরি সালে যাহির ইবনুল হাকিম বি আমরিল্লাহ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। তার ১৭ বছরের শাসনকালে ফাতিমি সাম্রাজ্যের দুর্বলতা আরও প্রকট আকার ধারণ করেছিল। তুর্কি ও উত্তর আফ্রিকানরা সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ৪১৫ হিজরি/১০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিয়ে ৪১৭ হিজরি/১০২৬ খ্রিস্টাব্দ সাল পর্যন্ত একটি বড় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ এতটাই সর্বব্যাপী ছিল যে, স্বয়ং ফাতিমি সম্রাটও এতে মারা যান। অষ্টম ফাতিমি সম্রাট আল মুস্তানসির ৪২৭ হি./১০৩৬ ঈ. থেকে ৪৮৭ হি./১০৯৬ ঈ. সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ষাট বছর রাজত্ব করেন। এ সময় ফাতিমিরা দ্রুত বিভিন্ন এলাকার নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে। ৪৩৮ হিজরি/১০৪৬ খ্রিস্টাব্দ সালে তিউনিসিয়ায় আল মুইয বিন বাদিস স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ৪৫৭ হিজরি/১০৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪৬৪ হিজরি/ ১০৭২ খ্রিস্টাব্দ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত এক মহামারি ফাতিমি সাম্রাজ্যকে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দেয়। এই মহামারিতে মানুষের অবস্থা এতটাই শোচনীয় পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, ক্ষুধার তাড়নায় অনেকে নরমাংশ খেতে বাধ্য হয়েছে। ৪৬৩ হিজরি/১০৭১ খ্রিস্টাব্দ সালে নরম্যানরা[২] সিসিলি দখল করে নেয়। ৪৬৯ হিজরি/১০৭৭ খ্রিস্টাব্দ সালে সেলজুকরা পবিত্র নগরী কুদসসহ সমগ্র ফিলিস্তিন ও সিরিয়া ফাতিমিদের থেকে ছিনিয়ে নেয়। খোদ ফাতিমিদের রাজধানী মিশরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও মোটেই ভালো ছিল না। সেনাপতি ও যুদ্ধবাজ নেতারা চাইতেন ফাতিমি সম্রাট যেন অল্পবয়স্ক হয়। সেজন্যই দেখা যায় অনেক সম্রাট ছিলেন বয়েসে একেবারে শিশু। আল ফাইয বি নাসরিল্লাহ এমনই একজন। ক্ষমতা আরোহণকালে তার বয়স ছিল মাত্র চার বছর। সর্বশেষ ফাতিমি সম্রাট আল আদিদ লি দিনিল্লাহ ক্ষমতায় আরোহণ করেছিলেন মাত্র নয় বছর বয়সে। অন্যদিকে ঘন ঘন প্রধানমন্ত্রী বদলের হিড়িক পড়ে যায়। মাত্র ৯ বছরে চল্লিশজন প্রধানমন্ত্রী পদচ্যুত হন। ১০৭৩ সালে বদরুদ্দীন আল জামালির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মধ্য দিয়ে মিশরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির বেশ উন্নতি হয়।

---

[২] নরম্যান : স্ক্যান্ডিনেভিয়া (ডেনমার্ক, নরওয়ে ও আইসল্যান্ড) থেকে আগত বর্বর দস্যুদল। মধ্যযুগে এরা ইউরোপের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সমর খাতকে প্রভাবিত করেছিল। এরা দক্ষিণ ইতালি, সিসিলি, ইংল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে কলোনি স্থাপন করে এবং উত্তর আফ্রিকায় ব্যাপকভিত্তিক আগ্রাসন চালায়। [Norman, people https://www.britannica.com] (অনুবাদক)

দ্বিতীয় অধ্যায়
ক্রুসেড যুদ্ধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

ক্রুসেড যুদ্ধ

ক্রুসেড যুদ্ধ আদতে বহু শতাব্দী প্রাচীন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংঘাতের এক বিশেষ ও সাময়িক রূপ। এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের লড়াই স্থান, কাল ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী একেক সময় একেক নাম ধারণ করেছে। এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যুদ্ধে প্রাচীনকালে নেতৃত্ব দিয়েছিল একদিকে পারস্য অন্যদিকে গ্রীস, রোম ও রোমান। আদত যুগের পরিবর্তনে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ধরনটাই শুধু বদলেছিল। প্রাচীনকালে সাম্রাজ্য গড়ে তোলাকে কেন্দ্র করে পারসিক ও রোমানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। পারসিকদের পতনের পর রোমানরা মুসলমানদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়। অন্যদিকে মুসলমানদের কাছে যুদ্ধ ধর্মীয় রূপ লাভ করেছিল; জিহাদে ইসলামি নামে। বিনা উসকানিতে রোমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুরু করে অন্তহীন এক যুদ্ধের। ইউরোপের মধ্যযুগে এ সংঘাত ক্রুসেডের রূপ নিয়েছিল। আর অধুনাকালে এর পরিশীলিত রূপ উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বায়ন। যা তারা প্রাচ্যের দেশসমূহ, বিশেষভাবে মুসলিম দেশে শুরু করেছে—বিভিন্ন রূপে, কৌশলে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এই লড়াইয়ে ইসলামের ভূমিকা শুরু হয় যখন আরব উপদ্বীপ পেরিয়ে মুসলমানরা ইসলামের সুমহান বাণীকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার শুরু করেন। রোমানরা গায়ে পড়ে এর বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনিবার্য

তৃতীয় অধ্যায়
প্রথম ক্রুসেড

ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের বর্ণনা
ইসলামি মাশরেকে পরিচালিত ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের বর্ণনা

ক. যুদ্ধপ্রস্তুতি ও প্রচারণা।

খ. অগ্রবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা।

গ. কনস্টান্টিনোপল পৌঁছা থেকে আন্তাকিয়া অবরোধ।

ঘ. বাইতুল মাকদিস দখল ও সামন্তরাষ্ট্র গঠন।

যুদ্ধপ্রস্তুতি ও প্রচারণা

পিটার দ্যা হারমিট ১০৫০ সালে উত্তর ফ্রান্সের Amiens শহরে জন্ম নেওয়া একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক। তিনি ১০৯৩ খ্রিস্টাব্দ/৪৮৬ হিজরি সালে বাইতুল মাকদিস ভ্রমণ করেন। খ্রিস্টীয় পুণ্যভূমির দেশ ফিলিস্তিনে মুসলিম কর্তৃত্ব দেখে এ যাজক বিষম মর্মাহত হন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন ফিলিস্তিনে খ্রিস্টীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার। ফ্রান্সে ফিরেই তিনি পোপের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য চলে যান ধর্মনগরী রোমে।

খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হিসেবে পোপ ২য় উর্বানেরও একান্ত আশা

চতুর্থ অধ্যায়
যানকিদের উত্থান ও দ্বিতীয় ক্রুসেড

০১. যানকিদের উত্থান

০২. দ্বিতীয় ক্রুসেড

০৩. মিশর নিয়ে ক্রুসেডার ও যানকিদের বিরোধ

যানকিদের উত্থান

ইসলামি প্রাচ্যের ঘোরতম দিনগুলো চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, চারিত্রিক অধঃপতন ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব নিয়ে কাটছিল। যা প্রথম ক্রুসেডকে সফল করে তুলেছিল, পথ খুলেছিল লাতিন উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রমণ্ডল প্রতিষ্ঠার। তখনকার শক্তিশালী সেলজুক সাম্রাজ্য ছিল চরম গৃহবিবাদ ও উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে জর্জরিত। এটি লেভান্ট অঞ্চলে ক্রুসেডারদের প্রতিষ্ঠা, পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাজ্যগুলোতে আগ্রাসন বিস্তার ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর মনস্তত্ত্বে আতঙ্ক সৃষ্টিতে প্রধান সহযোগী হয়েছিল। দুঃখজনকভাবে মুসলিম সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঘোর বিপদের এ সময়েও চরম হিংসা, যুদ্ধ ও অসহযোগিতার পরিবেশ জিইয়ে রেখেছিল। এই চরম দুঃসময় যেন কোনো বিপ্লবী নেতার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিল। যার ক্যারিশম্যাটিক বিপ্লবী নেতৃত্ব জাতিকে পথ দেখাবে। সুস্থির কর্মকৌশল গ্রহণ করে ফেরাবে শান্তি ও সমৃদ্ধি। রুখে দাঁড়াবে

পঞ্চম অধ্যায়
সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও ৩য় ক্রুসেড

০১. সালতানাত

০২. বাইতুল মাকদিস উদ্ধার

০৩. রামাল্লাহর সন্ধি চুক্তি ও সালাহুদ্দিনের ইন্তেকাল

সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ফাতিমিদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ও কথিত ফাতিমি খিলাফতের বিলোপসাধন

আসাদুদ্দিন শেরকোহের মৃত্যুর পর ফাতিমি সম্রাট আল আদিদ যানকি বাহিনীর ঝানু রাজনীতিবিদদের বাদ দিয়ে মন্ত্রিত্বের জন্য বেছে নেন মাত্র ৩১ বছর বয়সী সালাহুদ্দিন ইউসুফ আইয়ুবিকে। সালাহুদ্দিনের পরিবারের আদিবাস ছিল আজারবাইজানে এবং তারা জাতিগতভাবে কুর্দি ছিলেন। আল আদিদ ভেবেছিলেন বয়সে নবীন কিন্তু জনগণের কাছে তুমুল জনপ্রিয় সালাহুদ্দিনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তেমন কিছু হলো না। উল্টো সালাহুদ্দিন আইয়ুবি মূলধারার আব্বাসি খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বী তথাকথিত ফাতিমি খিলাফতের প্রভাব ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস চালান। এ জন্যে বেশ কয়েকবার হত্যাচেষ্টার শিকার হন আইয়ুবি। ক্ষমতা পূর্ণ সুসংহত হওয়ার পর তিনি মিশরের গুরুত্বপূর্ণ মসজিদগুলোতে ফাতিমি আল আদিদের